



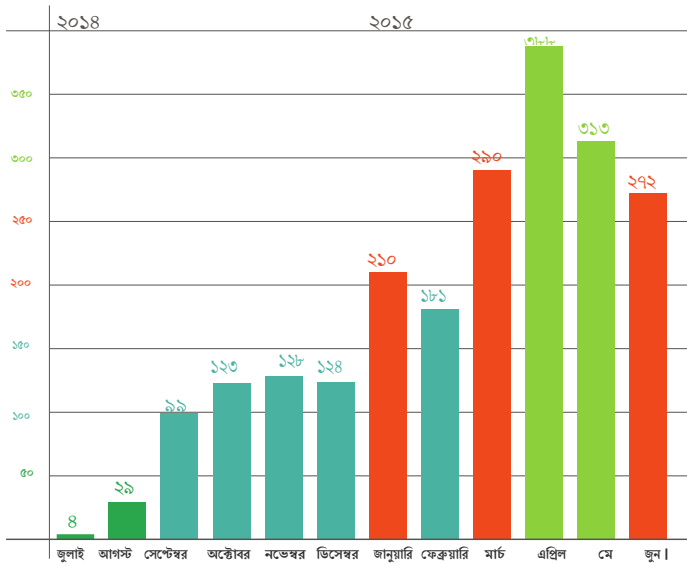
দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ২০১৫: হাইলাইটস

সংবাদ, বিশ্লেষণ, এবং ঘটনা অধ্যয়ন

আমাদের নতুন ত্রৈমাসিক সংবাদ প্রজ্ঞপ্তির এই নতুন প্রকরণে থাকছে হেল্পলাইন অংশিদারদের জন্য হেল্পলাইন সংবাদ, বিশ্লেষণ, এবং সংক্ষিপ্ত ঘটনা অধ্যয়ন । নিরাপত্তা ও কারখানার অন্যান্য সমস্যা বিষয়ক পূর্বজ্ঞান লাভ এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে ।

হেল্পলাইন শিরোনামে (সাইডবার: পৃষ্ঠা ১-এ দেখুন) রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য আমাদের কথা হেল্পলাইন প্রজেক্টটিমের হালনাগাদ । দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ২০১৫-এর অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যসমূহে রয়েছে (দেখুন পৃষ্ঠা ২) - গৃহীত কল সমূহের গভীর বিশ্লেষণ । একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে নেপালের ভূমিকম্প সৃষ্ট জরুরি নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যার রিপোর্ট (দেখুন পৃষ্ঠা ৫), এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে হেল্পলাইনকে কিভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যবহার করা হয়েছে এবং রয়েছে নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যা সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনা অধ্যয়ন । জবাবদিহিতা এবং রিপোর্টকরণের জন্য কলের শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তন (পৃষ্ঠা ৪) কলের শ্রেণীবিভাগের জন্য পরীক্ষামূলক পর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন প্রটোকলের খসড়া করেছে । পরিশেষে আমাদের কথা প্রকল্পের অংশিদারদের সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য জানতে পারবেন পৃষ্ঠা ৬-এ ।

হেল্পলাইনে বাস্তবভিত্তিক সমস্যা রিপোর্টকরণ



শুধু মাত্র অ্যালোকেশন কারখানার সমস্যাগুলো এখানে দেখানো হয়েছে ।

হেল্পলাইন শিরোনাম

কর মুক্ত নম্বর চালু হয়ে গেছে । শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন সার্ভিসের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, সারা দেশব্যাপি বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিকম কোম্পানির অধিকাংশই যেমন এয়ারটেল বাংলাদেশ, সিটিসেল, জিপি এবং রবি আমাদের কথার এই নম্বরটির করমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে । যে সমস্ত শ্রমিকরা এই সমস্ত কোম্পানির নম্বর ব্যবহার করেন তারা এখন আমাদের কথায় বিনামূল্যে ফোন দিতে পারবেন । শ্রমিকরা আগের হেল্পলাইন নম্বরেও ফোন দিতে পারবেন এবং এ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ফোন দেবার পর হেল্পলাইন অফিসাররা শ্রমিকদের নিকট কল ব্যাক করবেন যেন এতে শ্রমিকদের খরচ কম হয় । এই মাইলফলক অর্জন হেল্পলাইন প্রজেক্ট টিম, অ্যালোকেশন কর্মকর্তা, সরকারি সংস্থা এবং অংশগ্রহনকারি টেলিকম কোম্পানিগুলোর একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা ।

রাত্রিকালীন সার্ভিস উন্নয়ন: শ্রমিকরা হেল্পলাইন দিনরাত ২৪ ঘন্টাই ফোন করে থাকেন । রাত্রিকালীন সেবা প্রদানের জন্য হেল্পলাইন অফিসাররা এখন দিন রাত ২৪ ঘন্টা অ্যালোকেশন অফিসে বসেন । ফলে হেল্পলাইন “প্রকৃত সময়ে” কল উপাত্ত সংগ্রহে সক্ষম এবং যে সমস্ত শ্রমিকরা গভীর রাতে অথবা ভোর বেলা কোনো গুরুতর উদ্বেগের কথা রিপোর্ট করেন সে সমস্ত শ্রমিকদের হেল্পলাইন আরও বেশি নির্ভরযোগ্য সেবা প্রদানে সক্ষম ।

পরিমার্জিত কল শ্রেণীবিভাগ এবং প্রটোকল

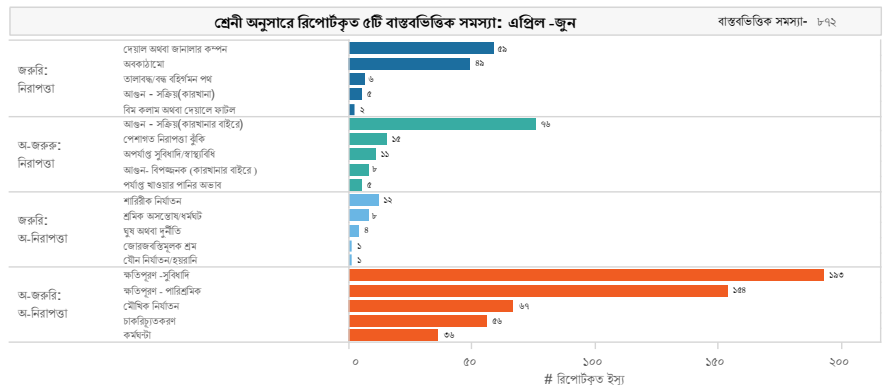
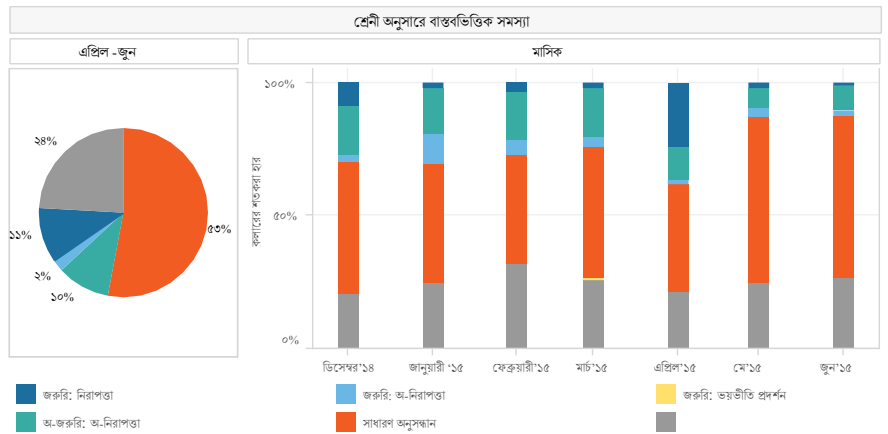
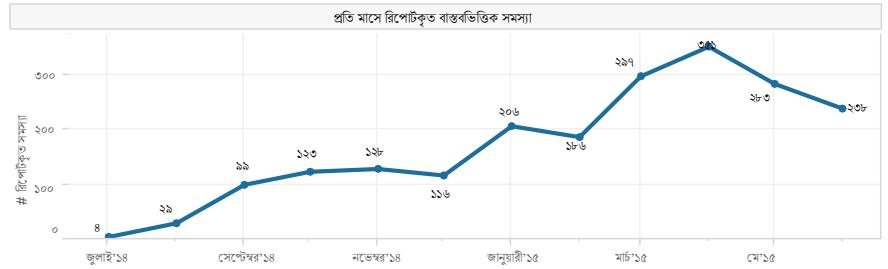
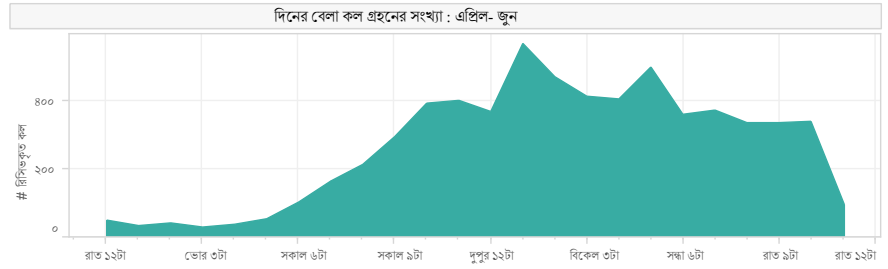
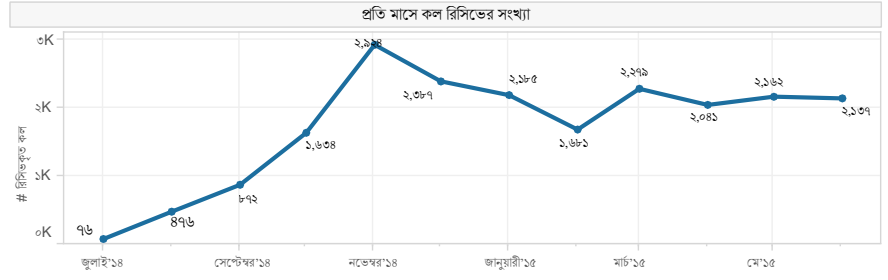
হেল্পলাইন কলের শ্রেণীবিভাগকে তথ্য প্রচার এবং তদন্ত, সংস্কার ও যাচাইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পার্টের জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা সহকারে পরিবর্তন করা হয়েছে । এই সমন্বিত প্রক্রিয়ার ফলাফল সংক্রান্ত আরো বেশি তথ্য পেতে দেখুন রিফাইন্ড প্রটোকল, পৃষ্ঠা ৪ ।



দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ২০১৫-এর অনুসন্ধান প্রাপ্ত তথ্যসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহে রয়েছে:

- এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত আমাদের কক্ষায় মোট ফোন এসেছে ৬,৩৪০ টি, আজ পর্যন্ত সর্বমোট গৃহিত কলের সংখ্যা ২০,৮৫৪ টি।
- এই তিন মাসে বেশিরভাগ ফোনই এসেছে দিনের বেলা, পিক আওয়ার ছিলো দুপুর একটায়, কল সংখ্যা ছিলো ৫৬৬ টি। এর মূল কারণ হলো প্রশিক্ষণ শেষে হেল্পলাইনে টেস্ট কল দিয়েছেন, এছাড়াও নেপালের ভূমিকম্পে সৃষ্ট কিছু জরুরি সমস্যাও প্রশিক্ষণে আমাদের কথা হেল্পলাইনে রিপোর্ট করেছিলেন।
- এই তিন মাসে ২৭০টি নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যা রিপোর্ট করা হয়েছিলো। যার ভেতর ১৪৪ টি ছিলো অত্যন্ত জরুরি এবং ১২৬ টি ছিলো অ-জরুরি। এই তিন মাসে সবচেয়ে সাধারণ যে ইস্যুগুলো রিপোর্ট করা হয়েছে তা হলো ভূমিকম্পের কারণে দেয়াল অথবা জানালার কম্পন এবং অবকাঠামোগত ঝুঁকি সংক্রান্ত উদ্বেগ। অ্যালায়েন্স কারখানা গুলোর জন্য, সব ধরনের অবকাঠামোগত ঝুঁকি বিষয়ক উদ্বেগ সমূহ সমাধানের লক্ষ্যে অ্যালায়েন্স টেকনিক্যাল/ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে, অন্যান্য নিরাপত্তা ইস্যুর ভেতর ছিলো - যদিও অ-জরুরি, কারখানা বহির্ভূত অগ্নিকান্ড। এ ধরনের উদ্বেগের ক্ষেত্রে, হেল্পলাইন অফিসাররা স্থানীয় ফায়ার ব্রিগেডকে অবহিত করেছিলেন এবং সমস্যা সমাধান হয়েছে কিনা তা জানতে কলারদের কাছে পুনরায় ফোন দিয়েছিলেন এবং অ্যালায়েন্স ম্যানেজমেন্টকে বিষয়গুলো অবহিত করেছিলেন।
- এই তিন মাসে অ্যালায়েন্স কারখানাগুলোর প্রশিক্ষণের নিকট থেকে ৮৭২টি বাস্তব ভিত্তিক সমস্যামূলক ফোন এসেছিলো হেল্পলাইনে, এর ভেতর সবচেয়ে সাধারণ যে বিষয়টি রিপোর্ট করা হয়েছিলো তা হলো ক্ষতিপূরণ, কারখানা বহির্ভূত অগ্নিকান্ড এবং মৌখিক নিষেধন।
- এই তিন মাসে রিপোর্টকৃত সমস্যার ২৪% রিপোর্ট ছিলো সাধারণ অনুসন্ধানমূলক, মিসড কল অথবা টেস্টকল ব্যতীত। এই সব কলের বেশিরভাগই ছিলো হেল্পলাইন বিষয়ক অনুসন্ধান এবং কারখানার নিতীমাল সংক্রান্ত।



গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ:

এই তিন মাসে বাস্তবভিত্তিক সমস্যা

রিপোর্ট করেছেন যারা তাদের ১০% শ্রমিকই হেল্পলাইনে তাদের নাম প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন, কিন্তু মাত্র ৭২% শ্রমিক তাদের নাম কারখানায় প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন।

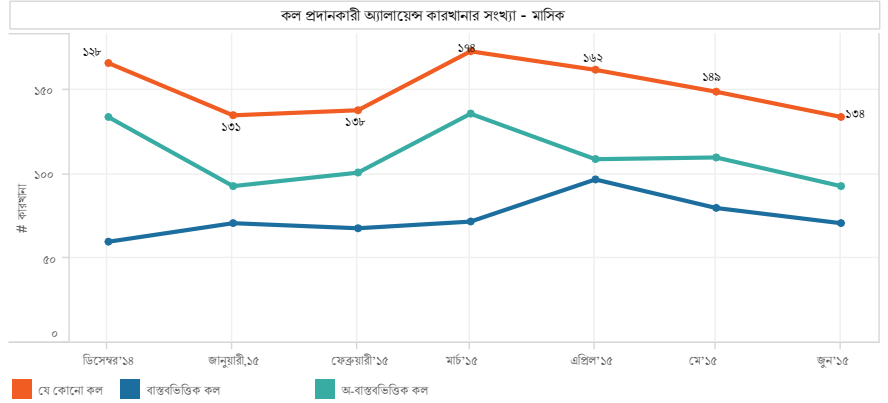
ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত অ্যালায়েন্সের যে সমস্ত কারখানাগুলোতে হেল্পলাইন চালু হয়েছে, সেখানে ৩৭৩ (৯৮%) জন নিযুক্ত শ্রমিক যে কোনো ইস্যুতে ফোন করেছেন, যেখানে ২২৯ (৬০%) জন নিযুক্ত শ্রমিক ফোন করেছেন বাস্তব ভিত্তিক সমস্যা বিষয়ক।

এই তিন মাসে ৯৭ টি অ্যালায়েন্স বহির্ভূত কারখানা থেকে হেল্পলাইনে ফোন এসেছে। অনেকেই ফোন দিয়েছেন এটা জানতে যে হেল্পলাইন কিভাবে কাজ করে, কিন্তু এক তৃতীয়াংশ ফোন দিয়েছেন বাস্তবভিত্তিক জরুরি এবং অ-জরুরি বিষয় নিয়ে।

এই তিন মাসে রিপোর্টকৃত জরুরি সমস্যার ৯৭% সমস্যা জুনের ভেতর সমাধান সম্ভব করা হয়েছে। অবশিষ্ট অমিমাংসিত কেসগুলি সমাধানের পথে রয়েছে এবং অবিলম্বে সমাধান হয়ে যাবে।

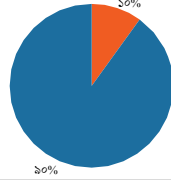
নোট: শ্রমিকদের দেয়া তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ কারখানাগুলোর রয়েছে, কারখানাগুলো তথ্য যাচাই শেষে এবং সে অনুসারে সাড়া প্রদান শেষে অ্যালায়েন্সকে কলের বিস্তারিত উপাত্ত সরবরাহ করেছে যেন অ্যালায়েন্স সদস্য কোম্পানিগুলো সেই উপাত্তসমূহ পেয়ে থাকে।

একই সমস্যা নিয়ে কয়েকবার ফোন প্রদান সর্বমোট ফোন প্রদানের নম্বরে প্রতিফলিত হতে পারে।

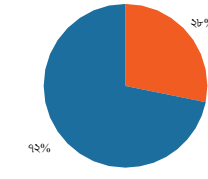


ব্যক্তিগত তথ্য জানাতে আগ্রহী - এপ্রিল - জুন

হেল্পলাইনে নাম জানিয়েছে

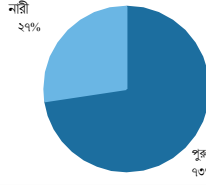


কারখানাকে নাম জানিয়েছে

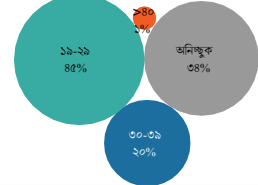


কলার প্রোফাইল: এপ্রিল - জুন

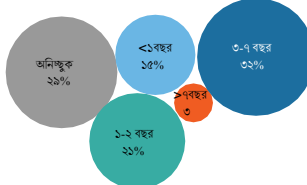
লিঙ্গ



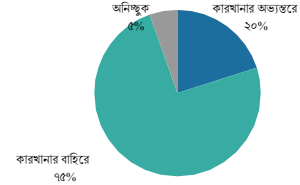
বয়স



কারখানার মেয়াদ (বছরে)



কল প্রদানের সময় শ্রমিকের অবস্থান



আজ পর্যন্ত অগ্রগতি

| | | |
|--|--|--|
| সর্বমোট কল #কল গ্রহণ: ২০,৮৫৪ # কলপ্রদান: ১৫,৭১৪ | বাস্তবভিত্তিক ইসা (ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে) অ্যালায়েন্স কারখানা: ২,০৬০ অ্যালায়েন্স বহির্ভূত কারখানা: ২০৬ | হেল্পলাইন চালু আছে এমন কারখানা # শ্রমিক: ৬৭০,৫৯৭ # কারখানা: ৩৭৯ |
|--|--|--|

নোট:

"সাধারণ অনুসন্ধান" "ড্যা কল" "কোনো শ্রেণীভুক্ত নয়" এমন ধরনের সমস্যাগুলোকে গ্রাফে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শুধু মাত্র রিসিকুত কল এবং দিনের বেলা কল প্রদানের সময় এবং যেখানে অন্যান্য বিকল্প রয়েছে সেগুলো গ্রাফে উল্লেখ করা হয়েছে।
অ্যালায়েন্স বহির্ভূত কারখানা থেকে কল পুরিত হয়েছে। যেমন, অ্যালায়েন্স কারখানার বিউ-২ এর হালিকালুজ না এমন ২৭ টি কারখানা থেকে কল পুরিত হয়। এই কলগুলো কলজনিউমে, কল টাইমে এবং কল গ্রাফের কারখানার সংখ্যা থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এগুলো ইসা অথবা কলস প্রোফাইল তিরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
অ্যালায়েন্স কারখানার কলের শতকরা হার ২০১৫ সালের ৩৫৪টি কারখানার তপস্বী করে করা হয়েছে।
প্রতি মাসের বাস্তবভিত্তিক সদস্যদের গ্রাফ সমস্যা সমাধানের সাথে ইসা পরিবর্তনের কারণ হতে সংক্রান্ত ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

শেখা

ঘটনা অধ্যয়ন

ঘটনা অধ্যয়নগুলো আমাদের কথা হেল্পলাইন অফিসারদের প্রতিদেনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে, যারা শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিদিন কল গ্রহন করছেন এবং শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে কি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তা ধারণা করছেন। নিম্নে এপ্রিল ১ এবং জুন ৩০, ২০১৫- এর ভেতর ঘটে যাওয়া দুটো ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হলো।

ঘটনা অধ্যয়ন: সর্বাপ্রাে নিরাপত্তা

আমাদের কথা হেল্পলাইনের নিকট প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিরাপত্তা সমস্যা। একটি ঘটনার কথা ধরা যাক, যেখানে একজন শ্রমিক ওয়ারহাউসের একটি বন্ধ বহির্গমন পথের ব্যাপারে হেল্পলাইনে রিপোর্ট করেছিলেন। এই শ্রমিক, কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, লক্ষ্য করেন যে ওয়ার্ক স্টেশনের নিচে এবং বহির্গমন পথে যাবার রাস্তাগুলোতে ফ্যাব্রিক স্তুপ করে রাখা। জরুরি মুহুর্তে ওই জায়গা থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। ওই শ্রমিক ম্যানেজমেন্টকে প্রস্তাব করেছিলেন যেনো কোয়ালিটি পরিদর্শন বাইরে করা হয়, কিন্তু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো।

হেল্পলাইন কর্মকর্তারা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অ্যালায়েন্স কর্মকর্তা এবং কারখানার ম্যানেজমেন্টকে অবহিত করেন। কারখানার ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে এবং সমাধান করতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। হেল্পলাইন অফিসার শ্রমিককে সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা দেন।

কয়েকদিন পর, হেল্পলাইন অফিসার ওই শ্রমিককে ফোন দিয়েছিলেন এটা যাচাই করার জন্য যে এলোমেলো করে রাখা ফ্যাব্রিকের স্তুপ এখন কি অবস্থায় আছে এবং তিনি জানতে পারেন যে পরিস্থিতি আগের মতোই আছে। বিষয়টি অ্যালায়েন্সকে অবহিত করা হলে অ্যালায়েন্স তৎক্ষণাত্ ম্যানেজমেন্টকে ফোন দেয়। বেশ কয়েকবার হস্তক্ষেপ করার পরও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। এরপর বেশ কয়েকজন উর্ধ্বতন ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরিশেষে, কারখানার জেনারেল ম্যানেজার স্বচক্ষে পরিস্থিতি দেখতে ওয়ারহাউস পরিদর্শন করেন। তিনি ওয়ারহাউস ম্যানেজারকে তাতক্ষণিক বিষয়টি স্থায়ী সমাধানের জন্য নির্দেশনা দেন। এই সমস্যা হেল্পলাইনে পুনরায় রিপোর্ট করা হয়নি।

হেল্পলাইন এবং অ্যালায়েন্স থেকে বারবার ফোন দেবার কারণে এবং জেনারেল ম্যানেজার বিষয়টিতে মনোযোগ দেবার কারণে অবশেষে এই নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বেগের একটি সফল সমাধান সম্ভব হয়।

ঘটনা অধ্যয়ন: অবকাঠামোগত উদ্বেগ

শ্রমিকদের উদ্বেগ সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং এমন কি শেষ পর্যন্ত ঘটনা সত্য বলে প্রতীয়মান না হলেও তার উদ্বেগ কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শ্রমিকের কথা ধরা যাক, যিনি তার কারখানার ৫ম তলায় ফাটল রয়েছে বলে রিপোর্ট করেছিলেন।

হেল্পলাইনে রিপোর্ট করার পর শ্রমিক তার নাম প্রকাশ করেননি। এর পর অনেকবার ফোন করেও তাকে পাওয়া যায়নি। হেল্পলাইন স্টাফরা ওই কারখানার একই জায়গার শ্রমিকদের ফোন করেন যাদের নম্বর সংগ্রহ করা হয়েছিলো শ্রমিক হেল্পলাইন প্রশিক্ষণের সময়। অন্যান্য শ্রমিকরা জানান যে দেয়ালে চোখে পড়ার মতো একটি ফাটল রয়েছে কিন্তু তাদের ম্যানেজমেন্ট তাদের এই বলে আশ্বস্ত করেছে যে এই ফাটল ভবনের জন্য মোটেও ঝুঁকিপূর্ণ নয়। অ্যালায়েন্স কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করা হলে, অ্যালায়েন্স টেকনিক্যাল টিম কারখানা পরিদর্শন করেন এবং অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ করেন। পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এই ফাটল মোটেও ঝুঁকিপূর্ণ নয় কেননা এই ফাটল লোড বিয়ারিং স্ট্রাকচারের ওপর ছিলোনা।

জবাবদিহিতা এবং রিপোর্টকরণের জন্য কলের শ্রেনীবিভাগের পরিবর্তন।

হেল্পলাইনের পরীক্ষামূলক পর্ব ২০১৪-এর অভিজ্ঞতার আলোকে হেল্পলাইন কলের শ্রেনীবিভাগ কে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং তদন্ত, সংস্কার ও শ্রমিক কর্তৃক রিপোর্টকৃত উদ্বেগসমূহ যাচাইয়ের লক্ষ্যে সকল পক্ষের জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা সহকারে এই পরিবর্তন করা হয়েছে। সংশোধনের এই প্রক্রিয়াটি হেল্পলাইন, অ্যালায়েন্স কর্মকর্তা এবং অ্যালায়েন্স ওয়ার্কার হেল্পলাইন ওয়ার্কিং গ্রুপের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সংশোধিত এই কল গ্রুপের শ্রেনীবিভাগ নিম্নরূপ:

জরুরি নিরাপত্তা সমস্যা: কারখানার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে শ্রমিকদের যে রিপোর্টগুলো হতাহত এবং সম্ভাব্য হুমকির সঙ্গে সম্পৃক্ত তা এই শ্রেনীতে পড়ে। এর ভেতর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভবন এবং/অথবা অগ্নি নিরাপত্তা যেমন কারখানার আগুন, কারখানার ভেতরে অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি, কারখানার তালাবন্ধ অথবা বন্ধ বহির্গমন দরজা, বিম কলাম অথবা দেয়ালে ফাটল, এবং দেয়াল অথবা জানালার ঝাঁকুনি।

অ-জরুরি নিরাপত্তা সমস্যা: নিরাপত্তা সংক্রান্ত শ্রমিকদের যে সমস্ত রিপোর্ট যা (১) আসন্ন ক্ষয়ক্ষতি/হতাহতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় অথবা (২) যে সমস্ত রিপোর্ট কারখানা বহির্ভূত (কেননা সেগুলো অ্যালায়েন্সের আওতাভুক্ত নয়) কারখানার বাইরের বিষয় নিয়ে শ্রমিকদের উদ্বেগের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলোর ব্যাপারে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়া হয় তবে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। এই ইস্যুসমূহের মধ্যে রয়েছে সক্রিয় আগুন (কারখানার বাইরে), স্টিলের ক্ষয়প্রাপ্তি, পেশাগত নিরাপত্তা ঝুঁকি, এবং অপরাধ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধাদি/স্বাস্থ্যবিধি।

জরুরি অ-নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা: শ্রমিকদের যে রিপোর্টগুলো তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন পড়ে কিন্তু সেগুলো ভবন এবং অগ্নি কান্ডের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। জরুরি অ-নিরাপত্তা সংক্রান্ত তিন ভাগে বিভক্ত:

- শ্রেনী ক: গুরুতর অ-নিরাপত্তা বিষয়ক শ্রমিক সমস্যা যেমন শারীরিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, মূচলেকার ব্যবহার, চুক্তি-ভিত্তিক অথবা বন্দি শ্রমিক, শিশু শ্রম, এক মাসেরও অধিক সময় ধরে পারিশ্রমিক না দেয়া অথবা চলাচলে বাধা নিষেধ।
- শ্রেনী খ: গুরুতর অ-নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা যেমন শারীরিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, নথিপত্র আটকে রাখা, মারামারি, ধর্মঘট, গুরুতর কর্ম বিরতি, এবং সমিতি গঠনের অধিকার লঙ্ঘন।
- শ্রেনী গ: ভয়ভীতি প্রদর্শন অথবা সততার সমস্যা যেমন অ্যালায়েন্সের নৈতিক অথবা স্বচ্ছতা বিষয়ক নীতিমালার সম্ভাব্য লঙ্ঘন অথবা শ্রমিকদের হেল্পলাইন ব্যবহারে বাধা প্রদান করা। এই শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত বিষয় গুলো হলো ঘুষ অথবা দুর্নীতি বিষয়ক রিপোর্ট, অননুমোদিত সাবকন্ট্রাক্টিং এবং হেল্পলাইন ব্যবহারে ভয়ভীতি প্রদর্শন।

অ-জরুরি অ-নিরাপত্তা ইস্যু: যে সমস্ত রিপোর্ট চাকুরির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেগুলো এই শ্রেনীভুক্ত, যেমন ক্ষতিপূরণ, পদাবনতি, বৈষম্য, কারখানায় প্রদেয় খাদ্য/পানীয়, কর্মঘন্টা, চাকুরিচ্যুতকরণ, এবং মৌখিক নির্যাতন।

এই সমস্ত কলের শ্রেনীবিভাগগুলো সম্পর্কে জানতে অর্থাৎ কিভাবে তথ্য প্রচারিত হয় অথবা তদন্তে, সংস্কারে এবং শ্রমিক কর্তৃক রিপোর্টকৃত উদ্বেগ সমূহ যাচাইয়ে এই সব তথ্য কি ভূমিকা পালন করে - এসব জানতে যোগাযোগ করুন :

workerhelpline@afbws.org.



একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ: নেপালের ভূমিকম্প সৃষ্ট জরুরি নিরাপত্তা সমস্যা ।

২৫ এপ্রিল নেপালের গোর্খায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের প্রচন্ড আঘাত ৪০০ মাইল দূরে অবস্থিত বাংলাদেশকেও কাঁপিয়ে তোলে এবং এই ভূমিকম্পের কারণে আমাদের কথা হেল্লাইনে প্রচুর পরিমাণ ফোন আসতে শুরু করে। বস্তুত, এপ্রিল ২৫ থেকে মে ১২ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তিশালী ভূমিকম্পতোর ভূকম্পন অনুভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের কথায় ৫৪ টি কারখানা থেকে ৮৩ টি জরুরি ফোন আসে। এর ভেতর ~৮৫% কল আসে অ্যালায়েন্স কারখানা থেকে আর অবশিষ্ট ~১৫% কল আসে অ্যালায়েন্স বহির্ভূত কারখানা থেকে যা হেল্লাইনের ব্যাপক বিস্তৃতির প্রমাণ।

ভূমিকম্প এবং ভূমিকম্পতোর ভূকম্পনের সময় হেল্লাইনের শ্রমিকেরা জরুরি নিরাপত্তা ইস্যুতে প্রচুর পরিমাণ কল প্রদান করেন। জরুরি নিরাপত্তা ইস্যুগুলোতে ছিলো ভবনে ফাটল অথবা অন্যান্য অবকাঠামোগত বিকৃতি (৫৫টি দৃষ্টান্ত রয়েছে), বন্ধ বহির্গমন পথ অথবা বহির্গমন পথের ব্যাপারে বিধিনিষেধ (৩টি দৃষ্টান্ত রয়েছে)। অনেক শ্রমিক বহুমুখি বিষয় নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

যদিও ভূমিকম্পের কারণে কোনো প্রকার অবকাঠামোগত বিকৃতি ঘটেনি এবং বহির্গমন পথ বন্ধ হয়নি, কিন্তু এই ঘটনা পারিপার্শ্বিক বিষয়ের প্রতি শ্রমিকদের আরও বেশি সচেতন করে তোলে। সব ক্ষেত্রেই, হেল্লাইন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে এবং অ্যালায়েন্স ও কারখানা ব্যবস্থাপকদের বিষয়গুলো তৎক্ষণাৎ অবহিত করা হয়।

যতগুলো অবকাঠামোগত বিকৃতি হেল্লাইনে রিপোর্ট করা হয়েছে অ্যালায়েন্স টেকনিক্যাল টিম সেগুলোর অধিকাংশ কারখানাতে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করেছে। যে সব ক্ষেত্রে কারখানার অপারেশন প্রশ্ন বিদ্ধ সেগুলোর ব্যাপারে ডিপার্টমেন্ট অব ইন্সপেকশন ফর ফ্যাক্টরিজ এন্ড এসটারিশমেন্ট (ডিআইএফই) কে অবহিত করা হয়েছে। বাধ্যগত বহির্গমন পথ সম্পর্কে যে সমস্ত রিপোর্ট করা হয়েছে, অ্যালায়েন্স নন-টেকনিক্যাল টিম সে সব কারখানা পরিদর্শন করেছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য দুর্ঘটনার সময় ভবনভাগে শ্রমিকদের বাধা না দেয়ার ব্যাপারে তাদের যে বাধ্যবাধকতা সে বিষয়ে কারখানা শ্রমিকদের স্মরণ করিয়ে দেন। যেখানে বহির্গমন দরজার ব্যাপারে রিপোর্ট করা হয়েছে সেখানে কারখানাকে অবহিত করা হয়েছে যেন তারা অবশ্যই বহির্গমন পথ খোলা রাখেন। অ্যালায়েন্সের আওতাভুক্ত নয় এমন কারখানাগুলো থেকেও ফোন এসেছে এবং এ ক্ষেত্রে বিষয়গুলো ফলো-আপ করার জন্য অ্যাকর্ড অথবা ডিআইএফই কে অবহিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, হেল্লাইন বাংলাদেশের এই কঠিন দুঃসময়ে জরুরি নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বেগ চিহ্নিতকরণে অবদান রাখতে পেরেছে। হেল্লাইন কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্ত কারখানা ম্যানেজার এবং অ্যালায়েন্স সদস্যদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, কারখানার নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখছে।

কালানুক্রমিক হাইলাইটস

ভূমিকম্প সংক্রান্ত কল এবং সাড়া প্রদান

২৫ এপ্রিল ২০১৫

প্রথম কলটি আসে দুপুর ১২:৩৩-এ, ভূমিকম্প তখনও চলছিলো। কারখানার ভবন কাঁপছিলো এবং শ্রমিকরা ভবন থেকে বের হবার চেষ্টা করছিলো। ঘন্টাখানেকের ভেতর ৯টি অ্যালায়েন্স কারখানা থেকে ১০টি কল আসে এবং দিনের শেষে ২৬ টি কারখানা থেকে মোট কল আসে ৩২টি। ১৮ জন কলার রিপোর্ট করেন যে তারা কারখানা ভবনে ফাটল দেখতে পেয়েছেন। একজন কলার রিপোর্ট করেন যে একটি বহির্গমন দরজা বন্ধ। অ্যালায়েন্স ইন্জিনিয়ারিং টিম পরিদর্শন শেষে এই কারখানাগুলোর একটির বিষয়ে ডিআইএফই কে অবহিত করা হয়।

২৬ এপ্রিল ২০১৫

কল প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি অব্যাহত। ২৩টি কারখানা থেকে ১০ ঘন্টায় ত্রিশটি কল আসে হেল্লাইনে। ১৮ জন শ্রমিক রিপোর্ট করেন যে তাদের কারখানা ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং ১২ জন শ্রমিক ভূমিকম্পে ভবন কম্পনের অভিজ্ঞতার কথা জানান। অ্যালায়েন্স ইন্জিনিয়ারিং টিমের মূল্যায়ন শেষে দুটো কারখানার বিষয়ে ডিআইএফই কে অবহিত করা হয়।

২৭ এপ্রিল ২০১৫

১২ টি কারখানা থেকে ১২ ঘন্টায় মোট ১৭ টি কল আসে হেল্লাইনে। ১৬ জন শ্রমিক রিপোর্ট করেন ফাটল বিষয়ে এবং একজন শ্রমিক রিপোর্ট করেন ভবনের কম্পন বিষয়ে। সবগুলো কারখানাই পরবর্তীতে পরিদর্শন করে অ্যালায়েন্সের টেকনিক্যাল অথবা নন টেকনিক্যাল টিম, মূল্যায়ন শেষে তারা কারখানাগুলোকে নিরাপদ বলে গন্য করেন।

২৯ এপ্রিল ২০১৫

একজন শ্রমিক কারখানাভবনের ফাটল বিষয়ক রিপোর্ট করে। অ্যালায়েন্স টেকনিক্যাল টিম কারখানা পরিদর্শন করেন এবং কারখানা ভবন নিরাপদ দেখতে পান।

৩০ এপ্রিল ২০১৫

হেল্লাইন টিমে একজন শ্রমিক কারখানার ভবনে একটি ফাটল আছে বলে জানান। অ্যালায়েন্স পরে জানায় যে লোড বিয়ারিংয়ের ওপর কোনো ফাটল নেই এবং শ্রমিকদের নিকট এই সুসংবাদটি প্রদানের জন্য কারখানা ব্যবস্থাপকদের উপদেশ দেন।

১২মে ২০১৫

ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের প্রভাব ফের বাংলাদেশে এসে আঘাত করে। দুজন শ্রমিক দুটো ভিন্ন কারখানা থেকে জরুরি নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যা রিপোর্ট করেন যা তাৎক্ষণিক অ্যালায়েন্স এবং কারখানা ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মোট ৩টি কারখানাকে পর্যালোচনার জন্য ডিআইএফই কে অবহিত করা হয়। অন্যগুলোকে নিরাপদ বলে গন্য করা হয়।

আমরা কে?

আওয়ার ভয়েস অথবা বাংলায় আমাদের কথা তিনটি সহযোগী প্রজেক্ট পার্টনারের এক চমৎকার অংশিদারিত্ব - ক্লিয়ার ভয়েস, কান গ্রুপের (Chan Group) একটি প্রজেক্ট যা হট লাইন পরিচালনা করে থাকে এবং সরবরাহকারীদের ভেতর বিবাদ মিমাংসার কৌশল গঠন করে থাকে; ফুলকি: একটি স্বনামধন্য সুশীল সমাজ শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে; এবং গুড ওয়ার্ল্ড সল্যুশনস (জি ডব্লিউএস) একটি অলাভজনক সংগঠন যার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার-লেবার লিংক- যা ১০০,০০০ জন শ্রমিকের কাছে পৌঁছে গেছে। প্রত্যেকটি অংশিদারই তাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন কারখানাগুলোর জন্য লেবার কম্প্লায়েন্স প্রোগ্রাম গঠন করেছে।



কারখানায় আমাদের কথা সংক্রান্ত তথ্য প্রচার